বীরভূমের আদিবাসী সমাজ ও বিবাহের কৃত্যানুষ্ঠান

ড. মৃণাল কান্তি দাস

আদিবাসীদের দল বা গোষ্ঠী গঠিত হয় কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে। কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হয় উপজাতি বা ট্রাইব। কেউ নিজে ট্রাইবের বাইরে বিবাহ করতে পারে না, হিন্দুদের মধ্যেও অন্তর্বিবাহ আছে। ট্রাইবের ভেতরে যে কোন পুরুষ যে কোন মেয়েকে অবাধে বিবাহ করতে পারে না। সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানতে হয়। বিবাহার্থীকে নিজের ভেতরেই বিাহ করতে হবে কিন্তু নিজের গোষ্ঠীতে নয়। না হলে সেযুগের এক ভয়াবহ শাস্তি ছিল এক ঘরে। বিবাহের ক্ষেত্রে টোটেম বংশ ইত্যাদির কথা ভাবা হয়। আদিবাসী সমাজের রাক্ষস, আসুর ইত্যাদি বিবাহ প্রথা আর্য সমাজে গৃহীত হয়। কন্যা বিনিময় প্রথা, সিঁদুর ঘষা, কন্যাপণ, পরিবর্তে শ্রমদান এ সমস্ত অদিবাসী বিবাহের অঙ্গ। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের মতে কন্যাপণের বিকল্প হিসেবে হিন্দু সমাজে বর পণের উদ্ভব। অত্যাচার সম্বন্ধে আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী কঠোর। একাধিক পতির দ্রৌপদী হওয়া নীলগিরি অঞ্চলে টোডাদের মধ্যে আছে। পঞ্চ পাণ্ডবের দ্রৌপদী বিবাহ কিরাত প্রভাবে হতে পারে। অর্থনৈতিক কারণে মামাতো পিসতুতো বোনের মধ্যে বিবাহের উৎপত্তি হয়। মামাতো বোনকে বিবাহ করার রীতি মহাভারতের যুগেও ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ আদিবাসী সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও উন্নত চিন্তার পরিচায়ক। বীরভূমে আদিবাসী সমাজের বিবাহে নানা কৃত্য প্রচলিত আছে। সাঁওতালরা যে বাহা পরব করে তা হিন্দু সমাজে দোল উৎসবে রূপন্তরিত হয়েছে। এই বাহা পরব সম্পর্কে নানা উপকথা প্রচলিত আছে। জাহের তাঁর ভাই মনিকার স্ত্রী। মনুর মতে মনিকা হচ্ছে আদি মানব ও জাহের আদি মানবী। এই জাহের এবং মনিকা সাঁওতালদের আদি পিতা-মাতা। অনেকে মনে করেন শব্দটি হবে মনবেনতা, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে পাঁচ। সাঁওতালদের ধারণা, তারা আদিতে ছিলেন পাঁচ ভাই। এরা ডাঙ্গি, পুঙ্গি, হিসি, ডুমনি, চিড়া এই পাঁচ বোনকে বিবাহ করেন। রাঢ়ের গবেষক ড. পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে পৃথিবীর নানা আদিবাসী সমাজে স্ত্রী

পুরুষের বিচিত্র সম্পর্ক দেখা যায়। ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ অপ্রচলিত নয়। পুষার সঙ্গে স্বীয় ভগিনীর মিলন ঋক্‌বেদে বর্ণিত। আছে যম যমী উপাখ্যান। সাঁওতালদের মতো মহিলারাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পূর্বে মৃত পূর্বপুরুষদের পিণ্ড দেন। কোরাদের বিবাহ সংঘটিত হয় আগুয়াদের মাধ্যমে। প্রেমমূলক বিবাহও আছে। কন্যাপণ ও সাঙ্গাপ্রথা আছে। পঞ্চায়েতের নিকট প্রার্থনা করে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যায়। এই পঞ্চায়েত প্রথার আদিম প্রচলন আদিবাসীদের হাত ধরেই হয়েছে। এদের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠান বেশ বিস্তৃত। সিঁদুর দান, মাণ্ডোয়া বা মারোয়ার নীচে বিবাহ অনুষ্ঠান আবশ্যিক। এই সব প্রথাই পরবর্তীকালে আর্য সমাজ তথা উচ্চ হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়। আর্য হল এক বর্বর যোদ্ধা জাতি। আর্য ও অন-আর্য সভ্যতার সমীকরণই হল আর্যভাষীদের মহান কীর্তি। এদের একান্ত নিজস্ব কিছু না থাকলেও এদের অবস্থান সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। প্রেমমূলক ও সামাজিক বিবাহের প্রথা বর্তমান থাকলেও ওঁরাও বিবাহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আসুর বিবাহ। আসুর বিবাহ হল অসীম শক্তি প্রদর্শন করে কন্যাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসা। দু'দলে পারচানা বা কৃত্রিম যুদ্ধ, গুডড্যা টিরখানা অর্থাৎ কনের গোঁড়ালিতে বরের পায়ের আঙুল দিয়ে চাপ দেওয়া, ইসাং সিঁদরি অর্থাৎ বর কনেকে তেল, সিঁদুর মাখানো, গুন্দারী ধুকনা অর্থাৎ মাটির পাত্রে ধোঁয়ার সৃষ্টি, সাভা সিঁদুর অর্থাৎ সিঁদুর দান, মাণ্ডিওনা অর্থাৎ বর কনের একত্রে ভোজন ইত্যাদি বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ ওঁরাও সমাজে প্রায়শই ঘটে থাকে। নারী ও পৃথিবীর প্রজনন শক্তি বাড়াতে লিঙ্গ-যোনি পুজো করা হয়। যাত্রামাঠের পাশে দু'টি বা তিনটি পিরামিডের মতো স্তুপ করা হয় একে বলা হয় মন্দারশালা। উৎসবের পূর্ব দিন অবিবাহিত যুবতীরা এই মন্দারশালা মাটি দিয়ে নিকিয়ে শালপত্র ও শালশাখা দিয়ে সাজান। স্তুপের খুঁত অবিবাহিত যুবকদের মূত্র মিশ্রিত মাটি দিয়ে তৈরী করলে মন্দারশালার সঙ্গে সম্পৃক্ত মূত্রিচণ্ডীকে খুশি করা যায় এরূপ মনে করেন ওঁরাওরা। ধুমকুরিয়া ঘরে বাঁশের খুঁটিতে কৃত্রিম যৌনাঙ্গ খোদিত করে সরহুল উৎসবে সিঁদুর রাঙিয়ে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধেনো মদ ও মোরগ দিয়ে পুজো করা হয়।

আদিবাসী সমাজে বিবাহের পূর্বে ছেলে মেয়েদের পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে

মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া হয়। রাত্রিযাপনের জন্য ঘুমঘরের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে দু'ধরণের ব্যবস্থা করা থাকে। স্বতন্ত্র ঘুমঘরগুলিতে যৌনদক্ষতা লাভের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েদের যৌথ রাত্রিযাপনের জন্য আলাদা ঘুমঘর থাকে। সেখানে তরুণীদের যৌনচর্চায় দক্ষ করা হয়। গোণ্ডরা একে বলে ঘেঁটুল। পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের মধ্যেও এই প্রথা বিশেষভাবে দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে, এখানে কাঠের খুঁটির গায়ে বৃহদাকার স্ত্রী যোনি খোদিত থাকে। কোন কোন জায়গায় প্রকান্ডাকার পুরুষাঙ্গ বিশিষ্ট একটি তরুণ একটি তরুণীকে আলিঙ্গন করছে এরকম চিত্রও দেখা যায়। ঘেঁটুল বা ঘোটুলের সদস্য হতে হয়। রাতে খাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা ঘেঁটুলে এসে জোটে। নিয়ম কানুন খুব জটিল। বিশেষ কাউকে সঙ্গে নিয়ে একত্র গমন করতে পারে কিন্তু একাধিকজনের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়া চলবে না। যে কোন সময় এই সম্পর্ক ছেদ করা যায়। এরাই পরবর্তীকালে স্থায়ী দম্পতি হয় বিয়ের বয়স হলে। আর এক ধরণের নিয়ম হল তিনদিনের বেশি কেউ একটি মেয়েকে নিজের অধিকারে রাখতে পারে না। রাখলে ব্যভিচারের দণ্ড পেতে হয়। ওরা মনে করে বিবাহের পূর্বে বেশি প্রেম দাম্পত্য জীবনে অল্প প্রেমের কারণ। বিবাহের প্রস্তুতি হিসাবে স্থায়ী সম্পর্ক ভালো বলে মনে করে না। দলপতি যুগল নির্বাচনে সহায্য করেন। কুৎসিত ছেলেমেয়েরাও যৌনচর্চার সুযোগ পায়। ব্যভিচার চলে না। তাদের বিবাহে নাচগান করা হয় না, যা ওদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি ব্যভিচারিনীর যৌনাঙ্গে ছাই ভরে দেওয়া হয়। বিবাহের পরে কোন মেয়ে ঘোটুলে যেতে পারে না। তবে আগের দিন বিশ্বসুন্দরীদের মতো শরীরের মচ্ছব করতে হয়। ঘোটুলের বিষয় গোপন থাকে। যদিও সবাই সেটা জানে। ঘোটুলের উদ্দেশ্য মহৎ। উত্তরকালে সার্থক যৌনজীবন যাপনের হাতে কলমে শিক্ষা। দ্রাবিড়, মালপাহাড়িয়া সমাজে প্রেমমূলক ও সামাজিক বিবাহ দু ইয়েরই চল আছে। সম্বন্ধ করে বিয়ে ঠিক করার মাধ্যমকে 'সিঠু' বলে। বরপক্ষকে কন্যাপণ দিতে হয়। আদিবাসী সমাজে কন্যাপণের রীতি শুধু বীরভূমেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। অধিবাস, জলহরি জাগানো, আম্বিয়ি বা আম্রবৃক্ষের সঙ্গে প্রতীকী বিবাহ, আরচানি-পারচানি বা দু'দলে কৃত্রিম যুদ্ধ, কপাট ভাঙ্গা, সাতপাক সংচারণী, সিঁদুর দান, বরকনেকে আশীর্বাদ,

ঘট ভরা বা ছাদনাতলা থেকে বাসর পর্যন্ত ছিটিয়ে শস্য ও ঘাস সংগ্রহ করা। বৌভাত, অষ্টমঙ্গলা ইত্যাদি দীর্ঘ বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। আমাদের বিবাহ ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্ঞ ও সপ্তপদী এবং মন্ত্রাংশ ছাড়া বাকী সবই আদিবাসী সমাজ থেকে গৃহীত। স্ত্রী আচারের অন্তর্গত জামাইয়ের প্রাপ্য চুনকালি, কিলঘুষি সেই অসুর বিবাহেরই স্মারক বা পদচিহ্ন বহন করছে। লৌহ বলয়ে বন্দিনী বধূ বিশেষভাবে বহনের জন্য আদিম বল প্রকাশেরই পরিচায়ক। হিন্দু সমাজে বধূরা যে লোহা বা নোয়া পরে তা একসময় বধূকে বন্দিনী করে নিয়ে যাওয়ার সময় যে হাতে লোহার বেড়ি পরানো হতো তারই স্মারক হিসাবে এখনও ব্যবহৃত হয়।

মঙ্গলকাব্যে রায়বার বলে একটি শব্দ হয়েছে। শব্দটি অস্ট্রিক শব্দ। মূল শব্দ রায়বারিচ যার অর্থ বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়। পরে যে কোন সম্বন্ধ অর্থে শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। সাঁওতালরা ঘটক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করে। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের অঙ্গদ রায়বার ও অজ্ঞাত ভণিতায় কুম্ভকর্ণের রায়বারের প্রসঙ্গ আছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজে নানা রকম টোটেমের প্রচলন আছে। বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন টোটেমের প্রচলন সেই জন্তু বা গাছপালাকে নির্বংশ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। সাঁওতাল সমাজে বিবাহের সময় ভেড়া কোথাও কোথাও টোটেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে সমাজে উচ্চবর্ণের আগ্রাসন এবং নানারকম অত্যাচারের ফলে আস্তে আস্তে আদিবাসী সমাজের মধ্যেও হিন্দু ধর্মের নানা ধরণের বিবাহের আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করেছে। এটি দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করছে। আদিবাসীরা তাদের নিজেদের নিজস্বতা হারিয়ে এক নেই জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়ছে।